মেহেরপুরে খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না অধিকাংশ পরিবার

মেহেরপুরে কর্মহীন হয়ে পড়া অনেকেই পায়নি ত্রাণ সহযোগীতা। জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে ঘুরে ঘুরেও কোন লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেছে অনেকে। এমন কি সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে মুঠোফোনে কল করেও মেলেনি খাদ্য সহায়তা। তালিকাতেও রয়েছে স্বজনপ্রীতি। সেই সাথে কিছু পরিবার একাধিকবার পাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দরিদ্র অসহায় কর্মহীন জনগনের চাল ও নগদ অর্থ বিতরণের লক্ষে মেহেরপুর জেলায় ৯৪১ মেট্রিক টন চাল, ২৭লাখ ৭৫ হাজার নগদ অর্থ এবং শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৫লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

এর মধ্যে গতকাল ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত ৩০ হাজর ৩৯৭ পরিবারের মধ্যে ৪১৬ মেট্রিক টন চাল, ১২ হাজার ৮শ পরিবারের মাঝে ১৪ লাখ ৭৫ হাজার ৫শ টাকা বিতরণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত শিশু খাদ্যের অনুকুলে কোন টাকা বিতরণ করা হয়নি।

এদিকে সরকারি খাদ্য সহায়তা হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ, স্থানীয় সংসদ সদস্যর খাদ্য সহায়তা, জেলা পরিষদের খাদ্য সহায়তা, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করায় অনেক পরিবার এ সুবিধা না পেলেও কিছু পরিবার রয়েছে যারা একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ সহায়তা পেয়েছেন। ফলে ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া, কুতুবপুর, শোলমারী, শুভরাজপুর, তেরঘরিয়া আশ্রয়ন, বুড়িপোতা, নবিনগর খাল পাড়া, যাদবপুর, রাজাপুর, রাধাকান্তপুর, বন্দর, বামনপাড়া, সুবিদপুর, সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে সঠিকভাবে পৌছাইনি ত্রাণ সুবিধা। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সরকারি ত্রাণ সামগ্রী এসেছে বলে জানিয়েছে জনপ্রতিনিধিরা।

সেই সাথে মেহেরপুর পৌর এলাকাতেও ত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সজনপ্রীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কর্মহীন অনেক মানুষ। আবার অনেকেই বলছে ভোটার আইডি নিয়েছে অনেক আগেই কিন্তু কোন খোঁজ

নেই।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সারা বংলাদেশে চলছে অঘোষিত লক ডাউন। এরই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুরেও গত ২৪ মার্চ চলছে লক ডাউন। সেই সাথে সবাইকে ঘরে থাকার জন্য বলা হয়েছে। ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে ও সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে ইতিমধ্যে মাঠ নেমেছে সেনাবাহিনী।

এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেকেই। নিম্ন ও মধ্য বিত্তদের দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে এই সব কর্মহীন মানুষদের খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হলেও খাদ্য না পেয়ে হতাশায় পড়েছে অনেকে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের শুকুর আলী, লালন, রেশিয়া, সিদ্দীক, বাহাদুর, হাফেজ জানান, আজ প্রায় ২১ দিন হতে চললো কোন কাজ নাই। যে গুলো বাড়তি ছিল তাও শেষ। এখনো পর্যন্ত কোন ধরণের সরকারি সুবিধা পাইনি।

কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের ইউপি সদস্য ঘেন্টু জানান, আমাদের গ্রামে এ পর্যন্ত আমার হাতে ২৫টি ত্রাণের বস্তা এসেছে। কিন্তু চাহিদা অনেক আছে এই সিমিত ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে কিভাবে চাহিদা মেটাবো।

নিশ্চিন্তপুরের প্রায় ৫০টি পরিবার তাকিয়ে আছে সরকারি সহযোগীতার দিকে। এ নিয়ে আগেও সংবাদ প্রকাশ হয় কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। আজও তাদের মাঝে পৌছানি ত্রাণ সামগ্রী। এই গ্রামের সাহারুল নামের একজন জানান আমি ত্রাণেন জন্য উপজেলা পর্যায়ে এক কর্মকর্তার সাথে মোবাইলে কথা বলেছিলাম উনি বলেছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করতে।

তেরঘরিয়া আশ্রয়ন কেন্দ্রে প্রায় শতাধীক পরিবারের বাস। এদের মধ্যে কেউ কেউ কৃষি কাজ করে আবার কেউ ছোট খাট ব্যবসা করে। এখানে এখনো পর্যন্ত পৌছাইনি কোন ত্রাণ সুবিধা। সেই সাথে করোনা সচেতনতায় প্রশাসনের এখানে তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।
শোলমারী গ্রামে প্রায় হাজার পাঁচেক ভোটার। বেশির ভাগই মানুষ কৃষি কাজের সাথে জড়িত। এই কৃষি ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেকেই।

বুড়িপোতা গ্রামের ফয়েজ আলী, আদু মিয়া, আশুরা খাতুন, বুলু খাতুন, তোফাজ্জেল ইসলাম, ফুলজান খাতুন, বাবলুু, জাবলু, খোদেজান,

ছোটবুড়ি খাতুন, চমপা খাতুন, হাওয়া খাতুন, সাত্তার আলী, হোসেন আলী জানান, মেহেরপুর লক ডাউন হওয়ার পর থেকেই কর্মহীন । নতুন করে আয় রোজগারের কোন উৎস নেই। অথচ ত্রাণের তালিকাতে তাদের কোন নাম নেই।

সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ইউপি সদস্য ওয়াসিম জানান, সরকারি ত্রাণ সুবিধা থেকে আমাদের গ্রামের অনেকেই এখনো বঞ্চিত। গ্রামের চায়ের দোকানদার থেকে শুরু করে অনেক কর্মহীন মানুষ এখনো পর্যন্ত পাইনি ত্রাণ সুবিধা। এদের মধ্যে আছে কাউছার আলী, জুল্লু, মশিউর, আশরাফ, আরিফুল ইসলাম হুড়ু, আব্দুর রহমান, সুজন টন্টের ঘাট, পাচ রাস্তার মোড়ের মিজার, উত্তর পাড়ার খোকন, মজিদ, আফসার আলী, হামিদুল ইসলাম ভুবন, ইদু মিয়া, দুখু মিয়া, দুবির, সাইরুল, হাফিজুল, বারাকপুরের খোকন জানান, আমাদের সংসার চলে চায়ের কাপে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে দোকানপাট বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এমন অবস্থায় ইনকাম না থাকায় পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছি। এখনো পর্যন্ত কোন ত্রাণ সুবিধা আমরা পাইনি।

সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের রিক্সা চালক হাশেম আলী, কালু, জামাল শেখ, শুকুর আলী, কলা ব্যবসায়ী মনি, স্বামী হারা টুনা খাতুন, নজরুল ইসলাম, আরতী খাতুন। বামনপাড়ার রিভামদ্দি, কুদরত, দোকান কর্মচারি শাহাবুদ্দিন, কলিমদ্দিন, আবু তাহের, সেলুন দোকানি এরশাদ জানান, আমাদের দিন কাটছে অনাহারে কখনো অর্ধাহারে। আমরা কোন সরকারি বা বেসরকারি কোনভাবেই ত্রাণ সুবিধা পাইনি। এভাবে চলতে থাকলে না খেয়ে থাকতে হবে।

মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা সুফিয়ান বলেন, ৪ নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়া ও মাঠপাড়াতে ৬শ পরিবার এদের মধ্যে ৫শ পরিবার দারিদ্র সীমার নিচে। এর মধ্যে ত্রাণ পেয়েছে মাত্র ১৫-২০টি পরিবার।

এছাড়াও নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক মেহেরপুর শহরের বেশ কয়েকজন রিক্সা চালক জানান, আমাদের সমিতি ভোটার আইডি নিয়েছে অনেক আগেই। অনেক চালক ইতিমধ্যে ত্রাণ সুবিধা পেয়েছে কিন্তু আমরা পাইনি। বাধ্য হয়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলেও পুলিশের ভয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে।

এদিকে গত ১২ এপ্রিল ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এ “মেহেরপুরে ২৩ হাজার পরিবার পেয়েছে ত্রাণ সামগ্রী” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর সেখানে সাধারণ মানুষের রয়েছে ভিন্ন মতামত। এদের মধ্যে রাফসান সানি নামের একজন লিখেছেন, পেয়েছে কম বেশি কিন্তু স্বজনপ্রীতি

হয়েছে। প্রকৃত দরিদ্রদের তালিকা সঠিকভাবে করা উচিত ছিল।

এইচ এম সাহেব নামে আইডি থেকে লিখেছেন, অফিসিয়ালি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ন্যাচারালি একটু ভিন্ন ছিলো। ইএস ইমন নামের আইডি থেকে লিখেছে, শুনেন স্যার ২৩ হাজার ত্রাণ আপনার খাতায় থাকতে পারে মানুষের বাড়িতে না। খোজ নিন আপনার ২৩ হাজার ত্রাণ কোথাই গেলো মানুষের ঘরে না চোরের ঘরে।

রুহুল আমিন রুহুল লিখেছেন, চাউল বিতরণের নামে দলবাজি চলছে। সৌদি প্রবাসী আইডি থেকে লিখেছেন কোথায় কোথায় গেলো বুঝলাম না। চাঁদবিল গ্রামের হাবিবুল্লাহ লিখেছেন, আমাদের আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল গ্রামে এসে দেখে জান কতজন ত্রাণ পেয়েছে, আমার জানামতে যে কয়জন পেয়েছে তারা পাওয়ার উপযোগী নই। নেতারা তাদের লোকজন নিয়ে ব্যস্ত। গ্রামের গরিব অসহায় লোকজন পেলো কিনা সেটা তাদের দেখার বিষয় নয়।

রফিকুল ইসলাম পথিক লিখেছেন, আওয়ামীলীগ দেখে তালিকা হয়েছে, ভিন্ন মতের মানুষ পাইনি বললেই চলে।

আরিফুর রহমান লিখেছেন, ২৩ হাজার আইডি কার্ড নিয়ে সরকারি ত্রাণ বৈধ করা হয়েছে। আরে ভাই কাগজ কলম ঠিক তো সব ঠিক।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, যে পরিমান বরাদ্ধ এসেছে তাতে আমরা সকল নিম্ম আয়ের মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন বেশ কিছুদিন ধরে মেহেরপুর সদরসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিরতণ করা হচ্ছে।

আজকেও যারা টাইলস মিস্ত্রি আছেন তাদের ১৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। গ্রামের অনেকেরই অভিযোগ প্রকৃত মানুষের কাছে ত্রাণ যাচ্ছে না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের তালিকাতে এমন হতে পারে। এছাড়াও যারা পাইনি তারা পর্যায়ক্রমে পাবে।

কুর্মিটোলা হাসপাতালে চার শতাধিক নার্সের মানবেতর জীবন

ফাঁকা ওয়ার্ড, কেবিন, ওটি, ডরমেটরি ও মেঝেতে রাত্রিযাপন
বাজেট নেই অজুহাতে রোগীদের খাবার দেয়া হচ্ছে নার্সদের
বাসা থেকে জিনিসপত্র আনার পরও আবাসিক হোটেলে ঠাঁই হয়নি
নিম্নমানের পিপিই মাস্কে সংক্রমণ ঝুঁকিতে নার্সরা

রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চার শতাধিক নার্স মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আবাসিক হোটেলে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও, নানা অজুহাতে তাদের এখনও সেখানে ঠাঁই হয়নি।

দিনরাত রোগীদের সেবা দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাদের রাত্রিযাপন করতে হচ্ছে হাসপাতালের ফাঁকা ওয়ার্ড, কেবিন, পোশাক বদলানোর কক্ষ ও ডরমেটরিতে। অনেকের রাতে ঘুম না হলেও ভোরে উঠে ডিউটিতে যেতে হচ্ছে।

তাদের জন্য উন্নতমানের খাবার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি থাকলেও আলাদা কোনো বাজেট নেই, এমন অজুহাতে রোগীদের জন্য বরাদ্দ বাজেট থেকে রান্না করা খাবারই নার্সদের তিন বেলা খেতে দেয়া হচ্ছে। তাদের জন্য সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীও (পিপিই) নিম্নমানের। শুধু তাই নয়, নার্সদের জন্য নেই এন-৯৫ মাস্ক। সাধারণ যে মাস্ক দেয়া হচ্ছে তাও নিম্নমানের।

কুর্মিটোলা হাসপাতালের একাধিক নার্স শুক্রবার জাগো নিউজকে জানান, কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আমরা বাসা থেকে কাপড়-চোপড়সহ নিত্য ব্যবহার্য সব জিনিস নিয়ে ৪-৫ দিন আগে হাসপাতালে চলে আসি। আমাদের জন্য ডিউটি শেষে হাসপাতালের অদূরে রিজেন্সি হোটেলে রুম বুক করা হয়েছে বলে জানানো হয়। কিন্তু কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও সেখানে নেয়ার কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

তারা আরও জানান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মুখে শুনেছি, করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সরা থাকবেন শুনে ওই হোটেল কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি। পরে জানতে পারি গুলশানের একটি হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এখন পর্যন্ত নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে না।

তারা বলেন, করোনো রোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাসসহ নানা সমস্যা থাকায় কর্তব্যরত নার্সদের শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়ে। এ সময় সুস্থ থাকার জন্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হলেও, তাদের ভালো খাবার সরবরাহ করার জন্য আলাদা বাজেট নেই, এমন অজুহাতে রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নার্সরা জানান, রোগীদের যে খাবার দেয়া হয় তাদেরকেও তিন বেলা সেই খাবার দেয়া হচ্ছে। রোগীর খাবার খেয়ে তাদের অনেকেরই পেটও ভরছে না বলে জানান।

তারা আরও জানান, বর্তমানে হাসপাতালটির ওয়ার্ড ও কেবিনে প্রায় দুইশর মতো করোনা রোগী চিকিৎসাধীন। এছাড়া আইসোলেশন ওয়ার্ডেও রোগী রয়েছে। অথচ নার্সদের পিপিই দেয়া হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ বলছে, শুধুমাত্র যারা করোনা রোগীদের ওয়ার্ডে ডিউটি করবে তারাই পিপিই পরবে। কিন্তু ডেস্কে যারা রয়েছে তাদের পিপিই দেয়া হচ্ছে না। তবে এ মুহূর্তে সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সব নার্সেরই পিপিই প্রয়োজনে বলে মনে করেন তারা।

নার্সরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সদের সমস্যা দেখার জন্য নার্সিং অধিদফতর থেকে করোনা সেল গঠিত হলেও, সেলের কেউ তাদের খোঁজ নেন না। তাদেরকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদ (স্বানাপ) ও বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএনএ) একাধিক শীর্ষ নেতা জানান, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের নার্সদের আবাসিক ও খাওয়ার সমস্যা দ্রুত নিরসন না করলে করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হবে।

তারা আরও বলেন, চিকিৎসকদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ব্যবস্থা করলেও, নার্সদের ক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার একজন কর্মকর্তার কাছে জানতে চোইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, খুব দ্রুতই আবাসিক ও থাকা খাওয়ার সমস্যা সমাধান হবে। এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। জাগো নিউজ ২৪

করোনায় আরও ১৫ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ২৬৬

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মহামারি করোনাভাইরাস। ফলে ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭৫ জনের। করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২৬৬ জন। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার ৮৩৮ জনে।

শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। এতে নিজের বাসা থেকে সংযুক্ত হন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, করোনা শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় দুই হাজার ১৯০টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এতে আরও ২৬৬ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। ফলে দেশে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে এক হাজার ৮৩৮ জন। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও ১৫ জন। এতে মৃতের সংখ্যা হয়েছে ৭৫। আক্রান্তদের মধ্যে আরও নয়জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন ৫৮ জন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি হাসপাতালে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রয়েছে। যা করোনাভাইরাসের রোগীর জন্য বেশি প্রয়োজন। তবে করোনা আক্রান্তদের ৮০ শতাংশের বেশি রোগীর কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অন্যদের অক্সিজেন সাপোর্ট ও কিছু ওষুধ লাগতে পারে।

জাহিদ মালেক বলেন, সারাদেশে এক সপ্তাহের মধ্যে আইসিইউ সাপোর্ট নিয়েছেন ২৭ জন। অর্থাৎ, প্রায় ১ দশমিক ৮ শতাংশ রোগী আইসিইউ সাপোর্ট নিয়েছেন। এই হারে ১০ হাজার রোগী যদি আইসিইউ সাপোর্ট নেন, তাহলে ১৮০টি ভেন্টিলেটর সাপোর্ট লাগবে।

আইইডিসিআর পরিচালক ডা. ফ্লোরা জানান, আক্রান্ত এক হাজার ৮৩৮

করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ৮৩৮। মারা গেছেন ৭৫ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৮ জন।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি নানা সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে; যার মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। মানুষকে ঘরে রাখতে রাজপথের পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় টহল দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী, র্যাব ও পুলিশ। জাগো নিউজ24

স্বল্প পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালিত

জনসমাগম না করে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে পালিত হয়েছে ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

শুক্রবার সকালের প্রথম প্রহরে ৫:৪০ মিনিটে ৩১ বার তপদ্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিবসের সূচনা করা হয়।

পরে মুজিবনগর শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।

এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে প্রশাসনের পক্ষে পুষ্পমাল্য, অর্পন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।
এছাড়া জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেনের পক্ষে ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলি।

এ ছাড়াও পুষ্পস্তবক অর্পন করেন, মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের

সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর-মুজিবনগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও রাজনৈতিক-সরকারি নেতৃবৃন্দরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

মেপ্র/আরপি

মুজিবনগর দিবসে জেলা ছাত্রলীগের পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ।

শুক্রবার সকালে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন এর নেতৃত্বে এই পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তানভীর আহমেদ, দুলাল মাহমুদ, সদর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকারনাইন বাইজিদ,

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন,

বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসিব মাহমুদ, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহ অলিউল্লাহ সোহাগ সহ স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

রাতের আধারে খাবার পৌছে দিচ্ছেন মেহেরপুর পৌর মেয়র

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌরসভার কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে রাতের আধারে খাবার সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

প্রতিদিন রাতে একেকটি ওয়ার্ডের কর্মহীন পরিবারগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমার পৌর এলাকায় কেউ না খেয়ে অনাহারে থাকবে না। পৌরসভা সকল অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে থাকব আমি। সরকারের পাশাপাশি আমরা আপনার বাড়িতে পৌছে দেব খাবার সামগ্রী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, শাকিল রাব্বি ইভান, সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, শেখ সরাফত, শাহজাহান আলী, প্রমুখ।

ভেড়ামারায় খাদ্য সামগ্রী পেলো ইজিবাইক চালকরা

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া পাখিভ্যান,অটোরিকশা, সিএনজি ও অটোমেকানিক শ্রমিক মোট ৬০০ জনকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে ভেড়ামারা উপজেলা মাঠে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম স্বপন, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আখতারুজ্জামান মিঠু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ জানান, করোনাভাইরাসে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম পাখিভ্যান,অটোরিকশা, সিএনজি ও অটোমেকানিক শ্রমিক। এদের তালিকা করে মোট ৬শ জনের প্রত্যেককে চাউল ও কাঁচাবাজার প্রদান করা হয়।

তিনি জানান, উপজেলায় এসব চালক শ্রমিকদের খাদ্য সহায়তা হিসেবে সহায়তা করেছেন কুষ্টিয়া-২ আসনের মাননীয় সংসদ হাসানুল হক ইনু, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌর মেয়রের ব্যক্তিগত তহবিল ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ৬ শ জনের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে : হানিফ

আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ কমিটি করা হচ্ছে। এই কমিটি কর্মহীন মানুষ যাদের ত্রাণ সহায়তা দরকার তাদের তালিকা করে তাদেরকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া শুরু হয়েছে। সারাদেশব্যাপী সমাজের সকল কর্মহীন মানুষের মাঝে এটা অব্যাহত থাকবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় কুষ্টিয়া আড়াইশ’ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করার পলিমার্স চেইন রিএকশান (পিসিআর) ল্যাব উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের তিনি এসব

কথা বলেন।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের ফলে নতুন করে কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা (টেষ্ট) শুরু হলো।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ তাপস কুমার সরকার জানান, কুষ্টিয়াসহ আশপাশের কয়েক জেলার রোগীরা এখানে এসে নমুনা সংগ্রহ ও করোনা শনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা নিবে। তবে ফলাফল ঘোষনা হবে আইইডিসিআর থেকে।

পিসিআর ল্যাব উদ্বোধনের সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভির আরাফাত ও সিভিল সার্জন ডাঃ এ এইচ আনোয়ারুল ইসলামসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে ১০০ আইসোলেশন বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে কোন আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর নেই এখানে। এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়নি।

কুমারখালীতে চাঁদাবাজি করার সময় ভূয়া দুই পুলিশ আটক!!

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে চাঁদাবাজি করার সময় মেহেদী হাসান ফিরোজ ও জুবায়ের নামের দুই ভূয়া পুলিশকে আটক করেছে আসল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধায় চাঁপড়া ইউনিয়ের ভাড়রা বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়। ফিরোজ কুষ্টিয়া সদর থানা পাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে এবং জুবায়ের একই এলাকায় মজিবর রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকালে লাহিনী টু সান্দিয়ারা সড়কস্থ চাঁপড়া ইউনিয়নে অটো চালক, ভ্যান চালক ও সাধারণ জনগনের নিকট পুলিশ ও সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চড় থাপ্পড় দিয়ে টাকা ও মোবাইল ছিনতাই করে পালানোর সময় ভাড়রা

বাজারে জনগন রাস্তা বেরিকেট দিয়ে আসামীদের ধরে পুলিশে সোপার্দ করে। এসময় আসামীদের কাছ থেকে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক সুত্রপাত, জনমতামত ও দেশ তথ্য প্রত্রিকার আইডি কার্ড ও ভিজিটিং কার্ড পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী জামাল শেখ (৭০) জানান, পুলিশ পরিচয় দিয়ে সজোড়ে এক ধাপ্পড় মেরে কাছে থাকা ৪২৫০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনার সত্যতা স্বীকার বাঁধবাজার পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই রাশেদ জানান, দীর্ঘ দিন ধরে আসামীরা সাংবাদিক ও পুলিশ পরিচয়ে চাঁদাবাজি করে আসছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধায় লাহিনী টু সান্দিয়ারা সকড়ে চাঁদাবাজি করে পালানোর সময় ভাড়রা বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়। তিনি আরো জানান, আসামীদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মিরপুরে ভর্তুকিতে কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন বিতরণ

কিছুদিনের মধ্যেই বোরো ধান কাটা শুরু হবে কুষ্টিয়ার মিরপুরে। কিন্তু চলমান করোনা পরিস্থতিতে দেখা দিতে পারে শ্রমিক সংকট। ফলে ক্ষেতের ধান ঘরে তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষক।

এ অবস্থায় কৃষকরা ক্ষেতের ধান কেটে যেন ঘরে তুলতে পারেন, সেজন্য উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মাঝে কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন (আধুনিক ধান কাটার যন্ত্র) বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস উপজেলা কৃষি অফিসের সামনে স্থানীয় এক কৃষকের হাতে জাপানের তৈরি একটি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের চাবি তুলে দেন।

ভর্তুকি মূল্যে মেশিন পাওয়া ওই কৃষক হলেন-উপজেলার চুনিয়াপাড়া গ্রামের মোঃ এখতিয়ার হোসেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দিক নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ। কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনটির মূল্য ১৮লাখ টাকা। সরকারের পরিচালন বাজেটে কৃষি যন্ত্রপাতি সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মেশিনটি ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ মেশিন দিয়ে ধান কাটা, ঝাড়া, মাড়াই ও বস্তায় ভরা যাবে।

মেশিন বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার মোঃ শামসুল হুদা, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম প্রমুখ।